শিশুর/শিক্ষার্থীর শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা

(পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য-বিশেষ করে গ্রাম্য এলাকার শিশুদের জন্য)

শম্ভুনাথ-০১৭২১-৮০৩৯৬৬

সহকারী শিক্ষক

১১নং দেবালয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

বাংলাদেশ।

উদ্দেশ্য ঃ

শিশু স্ব-প্রণোদিত হয়ে লেখাপড়া সহ নিজ ও পারিবারিক দায়িত্বশীলতা, পারস্পারিক বা সামাজিক সম্প্রীতি, দেশপ্রেমসহ প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে আগ্রহী হবে। যার প্রত্যেকটি কাজে থাকবে কাঙ্খিত শিক্ষাচার, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বহিঃ প্রকাশ।

*** সুপ্রিয় শিক্ষকবৃন্দ ঃ-**

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। এই পেশা মহান হওয়ার যৌক্তিক দর্শন আছে। আগামী প্রজন্ম কিভাবে সমাজকে পরিচালনা করবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে আমাদেরই হাতে। শিশুরা আসলে নরম কাঁদা-মাটির মত। কাঁদা-মাটি দিয়ে যা কিছু তৈরী সম্ভব। আমরা যদি সেই নরম কাঁদা-মাটির ন্যায় শিশুর অন্তরটা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যের প্রতিচ্ছবি বানাতে পারি,তাহলে হয়তঃ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে।

* শিশুর অন্তর যদি শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দ্বারা তৈরী করা যায়,তাহলে সে বড় বা ভাল মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে এবং এভাবে ধীরে ধীরে সমাজ থেকে পারস্পারিক হিংসা,বিদ্বেষ,কলহ,বিবাদ লোপ পেতে পারে। কমে যাবে সামাজিক বেশ কিছু সমস্যা। মানুষ ভাল থাকবে,আনন্দে থাকবে এবং সু-চিন্তার বিকাশ ঘটবে।

* যেমন বিন্দু বিন্দু পানি নিয়েই সাগর তৈরী হয়, তেমনি ছোট ছোট ভাল জিনিষ গুলোর চর্চাও সমন্বয় করতে পারলে মানুষ সোনার মানুষে পরিনত হতে পারে। শিশু কালে ছোট ছোট ভূল,অসদাচারণ,অন্যায় কে আমরা সাধারণতঃ শিশু বলে ক্ষমা করে থাকি। ফলে শিশু ওই গুলো ভিতরে রাখে এবং সেগুলো বাড়তে থাকে। যেগুলো ভাল মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা বা সফলতা লাভের ক্ষেত্রে অনেকখানি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু আমরা যদি সেগুলো প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে আমরা শিক্ষকতা করে অনেকখানি সফল হব। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে বা শিক্ষা ব্যবস্থায় সেগুলো আছে। **স্কুল থেকে শিশু ভাল কিছু শিখে বাড়ি যায়। কিন্তু সেগুলোর বাস্তব জীবনে চর্চার অভাবে তার ভিতরে সেগুলোর অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে যায়।** ফলে সে একই ভুল বা অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যার ফলে জীবনে সফলতা লাভে অনেকখানি ব্যর্থ হয়।

* সাধারণতঃ দেখা যায় ক্লাসের প্রথম সারির শিশুরা সর্বত্রই অনেকাংশে ভদ্র আচরণ করে। তাদের আচারণে শিষ্টাচার,নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রকাশ পায়। আর এই গুণ গুলো আছে বিধায় তারা গুরুজনদের কথা বহুলাংশে শোনে এবং মেনে চলার চেষ্টা করে। ফলে নিজের অজান্তেই তারা জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি আত্মস্থ করতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে তারা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাঙ্খিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অর্থাৎ শিশুকাল থেকেই তাদের অন্তর শিষ্টাচার নৈতিকতা মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় বলেই হয়তঃ এটা সম্ভব হয়। আর পিছনের সারির শিশুদের এখানেই পার্থক্য-

(চলমান পাতা)

সুতারাং আমরা যদি শিশুকে ছোট বেলা থেকেই শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা করাতে পারি তাহলে সেগুলো হয়তঃ সকল শিশুকেই সমাজে আদর্শবান দেশ প্রেমিক হয়ে গড়ে উঠতে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। যা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

* কেউ ভাল আচরণ করলে সকলে তাকে প্রসংশা করে, সেও আনন্দ পায়। সুতারাং শিশুকে যদি ভাল কাজে আনন্দ আর প্রশংসা পাওয়ার অভ্যাস করানো যায় তাহলে ধীরে ধীরে তা তার লোভে পরিনত হতে পারে। ফলে একদিকে যেমন সে খারাপ কোন কিছু করতে গেলে তার বিবেকই তাকে বাধা দিবে। অন্যদিকে অভ্যাসের দাস হিসাবে সে ভাল কাজের আগ্রহী হয়ে উঠবে।

তাই শিক্ষক হিসাবে আমরা শিশুদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে যে হিসাবে দেখতে চাই শুধু তার বীজ বপনই যথেষ্ট নয়, সেগুলোর লালন-পালন ও আমাদেরকেই করতে হবে।তাহলেই হয়তঃ আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো এবং কাঙ্খিত রূপে সমাজকে দেখতে পাব। আর সেজন্যই বন্ধুরা আমার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস-শিষ্টাচার,নৈতিকতা ও মূল্যবোধ-এর চর্চা করানো। নিম্নোক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে হয়তঃ খুব সহজে আমরা শিশুদেরকে শিষ্টাচার-নৈতিকতা-মূল্যবোধ-এর চর্চা করাতে পারি।

(চলমান পাতা)

◆ স্কোর ছক ◆

১	২	৩	৪	৫	৬																																		৭	৮
ক্রঃ	নাম	রোল	শ্রেণী	বর্তমান স্কোর	মাসের নাম ঃ																																				বিগত মাসে অগ্রগতি	মন্তব্য
					তারিখ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	পাক্ষিক মূল্যালয়ণ	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	মাসিক মূল্যায়ণ		
০১				আচরণ-	কাজের সংখ্যা																আচঃ-															আচঃ-	আচঃ-	
				লেখাপড়া-	লেখাপড়া																লে:প:-															লে:প:-	লে:প:-	
০২				আচরণ-	কাজের সংখ্যা																আচঃ-															আচঃ-	আচঃ-	
				লেখাপড়া-	লেখাপড়া																লে:প:-															লে:প:-	লে:প:-	
০৩				আচরণ-	কাজের সংখ্যা																আচঃ-															আচঃ-	আচঃ-	
				লেখাপড়া-	লেখাপড়া																লে:প:-															লে:প:-	লে:প:-	
০৪				আচরণ-	কাজের সংখ্যা																আচঃ-															আচঃ-	আচঃ-	
				লেখাপড়া-	লেখাপড়া																লে:প:-															লে:প:-	লে:প:-	
০৫				আচরণ-	কাজের সংখ্যা																আচঃ-															আচঃ-	আচঃ-	
				লেখাপড়া-	লেখাপড়া																লে:প:-															লে:প:-	লে:প:-	
০৬				আচরণ-	কাজের সংখ্যা																আচঃ-															আচঃ-	আচঃ-	
				লেখাপড়া-	লেখাপড়া																লে:প:-															লে:প:-	লে:প:-	

(চলমান পাতা)

স্কোর ছকে ৫নং কলামে স্কোর নির্ধারণ ঃ

** আচারণ- শিক্ষককে প্রথমে জানতে হবে ঐ শিশুটি কয়টি নেতিবাচক আচরণ করে। সেই সংখ্যা দিয়ে ১০০ কে ভাগ করলে তার বর্তমান স্কোর পাওয়া যাবে।

যেমন-ধরা যাক একটি শিশুর নেতিবাচক আচারণ সংখ্যা-

(১) শিক্ষককে সম্মান না করা।

(২) ক্লাসে মনোযোগী নয়।

(৩) সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে না।

(৪) ঝগড়া করার প্রবণতা।

(৫) চুল,নখ,পোশাক অপরিচ্ছন্ন-

৫টি হল; তাহলে তার বর্তমান স্কোর হবে ১০০÷৫=২০ এভাবে যদি নেতিবাচক আচরণ ৬টি হয় তার স্কোর হবে ১০০÷৬=১৬.৬৬, ৭টি হলে ১০০÷৭=১৪.২৭ প্রভৃতি।

(চলমান পাতা)

** লেখাপড়া-

আমাদের পাঠদান ব্যবস্থায় প্রচলিত ক,খ,গ,ঘ ব্যবস্থা অনুযায়ী ৪টি অক্ষর দিয়ে ১০০ কে ভাগ দিয়ে অর্থাৎ ১০০÷৪=২৫ তাহলে ঘ=২৫,গ=৫০,ঘ=৭৫ এবং ক=১০০।

যদি কোন শিশু ঘ ক্যাটাগরিতে পড়ে তাহলে তার বর্তমান স্কোর হবে=২৫, যদি গ হয় তাহলে বর্তমান স্কোর হবে=৫০, এভাবে বর্তমান স্কোর নির্ধারণ করতে হবে।

৬নং কলামের কাজ ঃ- স্কোর ছকে কার্যক্রম ঃ-

১। শিক্ষক ১ম সপ্তাহে ঃ প্রতিদিন ২টি করে কাজ দিবেন (গবেষনার জন্য নির্ধারিত শিশুদেরকে)। পারিবারিক যে কোন কাজ যেমন-পিতা,মাতা,ভাই,বোন,দাদা,দাদী বা অন্য কারো কোন ছোট ছোট কাজ। পর দিন শিক্ষক ফিড ব্যাক নিবেন এবং তা নির্দিষ্ট দিনে কয়টি কাজ করেছে তার সংখ্যা নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করবেন।

২। ২য় সপ্তাহে ঃ শিক্ষক প্রতিদিন ৩টি করে কাজ দিবেন। ২টি নিজের বাড়ীর এবং ১টি প্রতিবেশীর বাড়ীর। পরদিন শিক্ষক তা নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করবেন।

৩। ৩য় সপ্তাহে ঃ প্রতিদিন ৪টি করে কাজ দিবেন। ২টি নিজের বাড়ীর এবং ২টি প্রতিবেশীর বাড়ীর। পরদিন যথানিয়মে শিক্ষক নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করবেন।

৪। ৪র্থ সপ্তাহে ৩য় সপ্তাহের কাজ চলমান থাকবে এবং যথারীতি শিক্ষক তা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করবেন।

কাজের সংখ্যা-শিক্ষক প্রদত্ত কাজের মধ্যে শিশু কয়টি কাজ করেছে তার সংখ্যা হবে নির্দিষ্ট তারিখের ঘরে।

পাক্ষিক মুল্যায়ন ঃ

(১) আচরণ স্কোর-১৫ দিন পরে যদি শিশুটির একটি নেতিবাচক আচরণ শোধরায় তাহলে তার স্কোর ৫নং কলামের বর্তমান স্কোরের সাথে সাথে যোগ হয়ে বসবে।

(২) লেখাপড়ার স্কোর ঃ প্রতিদিনের পাঠে প্রত্যেক বিষয়ে সর্বোচ্চ ০৩ নম্বর থাকবে। নম্বর বিভাজন-শিশুটি মোটে লেখাপড়া না করলে স্কোর হবে = ০, চলমান মানের হলে = ০১, মধ্যম মানের হলে = ০২ এবং খুব ভালো মানের হলে = ০৩। এভাবে নম্বর দিতে হবে। অথ্যাৎ দৈনিক ০৬টি বিষয়ের নম্বর যোগ করে দৈনন্দিন স্কোর করতে হবে। যেমন-

(চলমান পাতা)

করিমের একটি দিনের পারগতা নম্বর বাংলা বিষয়ের - ২

গণিতে - ১

ইংরেজীতে- ০

পঃপঃ- ৩

বিজ্ঞানে- ২

ধর্মে- ২

ঐ দিনে তার লেখাপড়ার স্বোর হবে = ১০

এভাবে দৈনিন্দ স্কোর ০/১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২/ থেকে সর্বোচ্চ ১৮ পর্যন্ত স্কোর হতে পারে। ১৫ দিন পর (কার্য দিন গুলোর স্কোরের সমষ্ঠি ÷ কার্যদিনের সংখ্যা = পাক্ষিক গড়) স্কোর করতে হবে। এটাই হবে তার লেখা পড়ার ছকে পাক্ষিক মূল্যায়ণ। যেমন- শিশুটির বর্তমান স্কোর যদি ২৫ হয় (ক,খ,গ,ঘ পদ্ধতি অনুযায়ী) এবং তার পাক্ষিক গড় স্কোর যদি ১২ হয় তাহলে তার পাক্ষিক স্কোর হবে ২৫+১২=৩৭।

(৩) মাসিক মুল্যায়ন ঃ পাক্ষিক মুল্যায়নের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে স্কোর নির্ধারণ করতে হবে। পাক্ষিক মুল্যায়নের সাথে স্কোর যোগ হয়ে মাসিক মুল্যায়নের ঘরে স্কোর করতে হবে।

৭নং কলাম ঃ

বিগত মাসে অগ্রগতি ঃ ৬নং কলামের মাসিক অগ্রগতি স্কোর –(বিয়োগ) ৫নং কলামের স্কোর= বিগত মাসে অগ্রগতি।

বিঃ দ্রঃ- কাজের সংখ্যার নিচে লেখাপড়া সারির ঘরে শিশুর দৈনন্দিন লেখাপড়ার অগ্রগতি নির্দিষ্ট তারিখের ঘরে স্কোরের সাথে যোগ/বিয়োগ(+/-) চিহ্ন দিতে পারেন।

* পরবর্তী মাসে শিক্ষক একই পদ্ধতিতে নতুন কাজ দিবেন। অর্থাৎ গত মাসে সে যে সব কাজ করেছে তার পরিবর্তে নতুন নতুন কাজ করবে।
* শিশুর কাজ নিশ্চিত করতে হবে মা সমাবেশের মাধ্যমে।

** স্বাভাবিক ভাবে পরিবারের সদস্যদের শিশুদের প্রতি আলাদা স্নেহ-মমতা-ভালবাসা থাকে। শিশুটি যখন পরিবারের কোন কাজ করবে তখন মাতা-পিতা বা অন্যরা তাকে বেশী বেশী ভালবাসা দিবেন। ফলে শিশুটির মধ্যে বেশী বেশী আনন্দ বা ভালবাসার অনুভূতি তৈরী হবে। ধীরে ধীরে শিশুটির ভিতরে ঐ আনন্দ পাওয়ার একটা লোভ তৈরী হবে। তখন শিশুটির নেতিবাচক দিক গুলি আস্তে আস্তে দূরে সরে যাবে এবং ইতিবাচক গুণ গুলো তার ভিতরে প্রবেশ করতে থাকবে।

(চলমান পাতা)

** কেউ যখন আনন্দে থাকে তখন তার কাছে যা চাওয়া হয় সে তা দেয়ার চেষ্টা করে। শিশু যখন বাড়ীর মানুষের কাছে তার কাজের প্রশংসা পাবে। তখন তার মন এক নির্মল আনন্দে উদ্ভাসিত হবে। ধীরে ধীরে তার অন্তরের শিষ্ঠাচার,নৈতিকতা ও মুল্যবোধের আলোকে ভাল কাজের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। কারণ ভাল কাজের একটা স্বর্গীয় আনন্দ আছে, যার লোভ তাকে পেয়ে বসবে।

** শিশুটি এভাবে ধীরে ধীরে অন্যের চোখে নিজেকে দেখতে শিখবে এবং তখন সে নিজেকে আরও ভাল ভাবে তৈরীর কাজে নেমে পড়বে। আর তার প্রথম শর্ত হল লেখাপড়া। সে তখন নিজের অজান্তেই লেখাপড়ার কাজে বেশী মনোযোগী হবে। ফলে শিক্ষকদেরও পিছিয়ে পড়া শিশুদের প্রতি পরিশ্রম কিছুটা হলেও কমবে এবং শিক্ষার গুণগতমান অর্জন সহজ হবে।

** ফলে এক দিকে যেমন শিক্ষকদের পরিশ্রমও কিছুটা হলেও কমে যাবে,অন্যদিকে অভিভাবকরাও ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক প্রক্রিয়ায় স্বক্রিয় হবে। এভাবে শিক্ষার গুনগতমান অর্জন হয়তঃ অনেকটা সহজ হবে।

কাংক্ষিত ফলাফল ঃ

১। শিশুর শিষ্টাচার নৈতিকতা মূলোবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হবে।

২। পড়াশুনায় মনোযোগী হবে।

৩। সফল পাঠদান প্রক্রিয়ায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক এক সারিতে সংযুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া তুলনামূলক বেগবান হবে।

৪। পারিবারিক ও সমাজিক দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৫। বেশী বেশী মানুষের স্নেহ ভালবাসা পাবে। বড় হয়ে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি মানসিকতা লোপ পাবে।

৬। প্রতিবেশী সহ সকলের প্রতি সহানুভূতি,সহমর্মিতা,গণতান্ত্রিক মনোভাব বৃদ্ধি পাবে প্রভৃতি।

৭। দেশপ্রেম জাগ্রত হবে।

এভাবে ধীরে ধীরে সমাজের অনেক খানি দুঃষ্কর্ম বা হিংসা মুলক কর্মকান্ড কমতে থাকবে। ঐ শিশু যখন বড় হতে থাকবে,তখন সে ঐ মানসিকতার আলোকে নিজেকে পরিচালিত করবে। সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং মননশীলতার উচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়ে দেশ ও দশের জন্য গঠনমুলক চিন্তা করতে পারবে। দেশ প্রেম জাগ্রত হবে এবং দেশের জন্য কাজ করার মানসিকতা তৈরী হবে। ধীরে ধীরে এমন মানুষ তথা দেশ প্রেমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমাজ থেকে ধীরে ধীরে ব্যক্তি স্বার্থ,লোভ-লালসা প্রভৃতি কমে যাবে এবং তারা একদিন সোনার মানুষে পরিনত হবে।

(চলমান পাতা)

** গবেষনাটি শ্যামনগর উপজেলায় ১২টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটি থেকে ১টি বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণী থেকে ৬জন করে (৫×৬) মোট ৩০ জন হিসাবে ১২টি স্কুলের সর্বমোট ১২×৩০= ৩৬০জন শিশুর উপর পরিচালিত হবে।

কার্যক্রম পরিকল্পনা ঃ

১। প্রয়োজনীয় শীট সরবরাহ ।

২। নির্ধারিত স্কুলের প্রত্যেকটিতে নির্ধারিত ছাত্র,কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষক এবং অভিভাবকের নিয়ে মত বিনিময় সভা এবং স্বল্প সম্মানী প্রদান।

৩। প্রতিমাসে সর্বোচ্চ স্কোরধারীদের ছোট-খাট পুরুস্কার প্রদান।

৪। যাতয়াত খরচ (দুরত্ব অনুযায়ী)।

গবেষনার প্রয়োজনে ৩/৪ জন শিক্ষকের সহযোগীতার প্রয়োজন। উক্ত গবেষণায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের পারিশ্রমিক যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে।

(চলমান পাতা)

খরচ ঃ-

- বিদ্যালয় সংখ্যা ১২ টি
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২×৩০= ৩৬০জন।

১। প্রয়োজনীয় শীট সরবরাহ

প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ১টি করে ৫×১২= ৬০টি মূল্য ১২০/- টাকা।

২। প্রতিটি স্কুলে নির্ধারিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিমাসে ১টি করে সভা,প্রথম ০৩ জন সর্বোচ্চ স্কোরধারীদের পুরুষ্কার প্রদান। ৩টি পুরুষ্কার- ৩×৪০=১২০×১২টি বিদ্যালয় = ১,৪৪০/- টাকা ।

৩। শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে (নির্ধারিত ৩০ জনের)

প্রতিমাসে ১২টি বিদ্যালয়ে মত বিনিময় সভা সম্মানী প্রদান।

৩০জন × ১০০× ১২=৩৬,০০০/- টাকা, নাস্তা ১২× ১০০=১,২০০/- টাকা।

৪। গবেষকদের যাতায়াত

দুরত্ব ৩০ কি.মি -৩০×২= ৬০কি.মি। ৩০০/-টাকা। ৩০০× ৪টি বিদ্যালয়=১,২০০/-টাকা।

দুরত্ব ২০ কি.মি-২০×২= ৪০ কি.মি। ২৫০× ৮টি বিদ্যালয়= ২,০০০/-টাকা।

৫। খাওয়া খরচ ২জন ১৫০×২= ৩০০/-×১২টি স্কুল= ৩,৬০০/-টাকা।

প্রতি মাসে মোট খরচ ৪৬,৭৬০/-টাকা।

১২ মাসে (১ বছরে) =৪৬,৭৬০/-×১২=৫,৬১,১২০/- টাকা।

৩ বছরে= ৫,৬১,১২০/-×৩ = ১৬,৮৩,৩৬০/- টাকা।

(সমাপ্ত)